ইকো নিউজলেটার ২০১৮



এখলাসপুর সেন্টার অফ হেলথ

প্রতিষ্ঠাতাঃ অধ্যাপক ড. এম মোস্তফা জামান

এখলাসপুর, মতলব উত্তর, চাঁদপুর ৩৬৪১

মোবাইলঃ 01766020707, ওয়েবসাইটঃ ecohbd.org

ইমেইলঃ chandpurecoh3641@gmail.com

গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় পরিবর্তনের অগ্রদূত ‘ইকো’



সরকার কবির উদ্দিন

শুরুর দিকে যখন 'ইকো' স্বাস্থ্যসেবা শুরু করে তখন এখলাসপুর এলাকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা হাঁতুড়ে ডাক্তার, কবিরাজ, ওঝা এবং ঝাড়ফুঁক নির্ভর ছিল। ইকোই প্রথম এখলাসপুরে শুধু এমবিবিএস পাশ ডাক্তার-ই আনেনি, সেই সাথে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকও নিয়ে এসেছিলো। এর আগে রাজধানী ঢাকা ছাড়া এখলাসপুরের মানুষ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কল্পনা-ই করতে পারতোনা।

নানাবিধ স্বাস্থ্য বিষয়ক জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ইকো পথিকৃৎ হিসেবে কাজ করেছে। সর্পদংশন, কুকুরের কামড় থেকে জলাতঙ্ক, ডেঙ্গি সহ নানা ধরনের স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার ইকো তার হলরুমে আধুনিক মাল্টিমিডিয়া ডিভাইস ব্যবহার করে নিয়মিত আয়োজন করে আসছে। তাতে এলাকার শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, জনপ্রতিনিধি, মসজিদের ইমাম, ছাত্র-ছাত্রী, পল্লী চিকিৎসক সহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়। ফলে এ সকল মানুষের মাধ্যমে সমাজের সর্বক্ষেত্রে ইকোর স্বাস্থ্য বিষয়ক আহবান ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ সচেতনতা লাভ করে। মানুষকে ভালোবেসে, এলাকাকে ভালোবেসে যে বিশাল কর্মযজ্ঞ ইকো হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ ডা. মোস্তফা জামান সাহেব শুরু করেছেন দিনে দিনে তা চারাগাছ থেকে মহীরুহ হতে চলেছে। এতো বড় একটি প্রতিষ্ঠান একা বিশ বছর ধরে টেনে নিয়ে আসা চাট্টিখানি কথা নয়। সবসময়ই ডা. জামান সাহেবের সামান্য কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধু তার সহযোগী হয়েছেন। তাই, সমাজের বিত্তশালী হৃদয়বান মানুষের প্রতি আহবান ইকো’র উন্নয়নে এবং বিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে আপনারা অর্থ সহায়তা দান করুন। আপনার দানের অর্থে ইকো’র স্বাস্থ্য সেবার পরিধি এবং গুণগত মানের উন্নয়ন হবে। ফলে এখলাসপুর এবং তৎসংলগ্ন এলাকার মানুষ পাবে আধুনিক চিকিৎসা সেবা এবং ইহকালে আপনারা পাবেন মানবকল্যাণে সহায়তা করার পূর্ণ পরিতৃপ্তি এবং পরকালে সাদকায়ে জারিয়ার সাওয়াব।

প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য সেবা

জাহিদুল ইসলাম শাহীন

কথায় আছে- প্রতিষেধক অপেক্ষা প্রতিরোধ উত্তম (Prevention is better than cure)। কিন্তু, স্বাস্থ্য সেবার প্রসঙ্গ আসলেই আমরা বেশিরভাগ সময়ই নিরাময়যোগ্য (প্রতিষেধকভিত্তিক) স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে আলোচনা করি। অপরদিকে, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য সেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলেও এটি নিয়ে তেমন আলোচনা করিনা। প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য সেবায় কেবল উপদেশ দিয়ে বা কোন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে কোনো ব্যক্তি বা পরিবার নানা জটিল রোগ থেকে রক্ষা পেতে পারে। এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় রোগ প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন ধরণের উপায় অবলম্বন



আমাদের দেশে রোগ প্রতিরোধের বিভিন্ন ধরণের উপায় প্রচলিত আছে যেমন- নিয়মিত রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস পরীক্ষা, নিয়মিত টিকা গ্রহণ, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য সেবন পরিহার, ওজন স্বাভাবিক রাখা, পাতে লবণ না খাওয়া, স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি।

সূচনাকাল থেকেই প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য ইকো নানাবিধ সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালিয়ে আসছে মাঠ পর্যায়ে যেমন- উঠান বৈঠক, তামাক নিয়ন্ত্রণ, স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম, মডেল ভিলেজ প্রোগ্রাম, উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস ক্লিনিক সেবা ইত্যাদি। এছাড়াও ইকো তে যেসব রোগী সেবা নিতে আসেন, তাদেরকেও উপরোক্ত বিষয়ে কাউন্সেলিং করা হয়ে থাকে যেন পূর্ব থেকেই রোগ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপায় জেনে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ বিলম্বিত না হয়। এর ফলে, এখলাসপুরের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার জনগণ বর্তমানে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য সেবার মূল বিষয়গুলো নিজেরা জেনেছেন, পরিবার ও প্রতিবেশীকে জানাচ্ছেন, বিভিন্ন অসংক্রামক রোগ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছেন, রোগ বালাই এর হার কমেছে, সেই সাথে কমেছে অকাল মৃত্যুর হার এবং সর্বপরি নিজেদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছেন, যা ইকো’র একটি অনন্য সাধারণ সাফল্য।

অর্থনৈতিক রিপোর্ট - ২০১৮

বর্ণনা		টাকা
ক. পূর্বের স্থিতি		**৩৫২,৭৯২**
খ. আয়		
১	রোগী দেখা	২৬, ৭৩০
২	ল্যাবরেটরি	৩৩, ৪১০
৩	অনুদান	৪৮,৪০৮
৪	বিবিধ	২৩,৯৭০
৫	ঢাকা থেকে ট্রান্সফার	২৭,২৯৫
	মোট আয়	**১৫৯,৮১৩**
গ. ক + মোট আয়		**৫১২,৬০৫**
ঘ. ব্যয়		
১	অফিস খরচ	২২,৫০৯
২	বেতন-ভাতা	২৬১,৪৩৮
৩	ল্যাব. রিএজেন্ট	২১,৮০৫
৪	ক্যাম্পেইন ও মিটিং	২১,৪২৪
৫	ঔষধ	২৬,৮৫৮
৬	বিবিধ	২১,৩৮১
	মোট ব্যয়	**৩৭৫,৪১৫**
ঙ. স্থিতি (গ-ঘ)		**১৩৭, ১৯০**



উঠান বৈঠক

অনুদান - ২০১৮

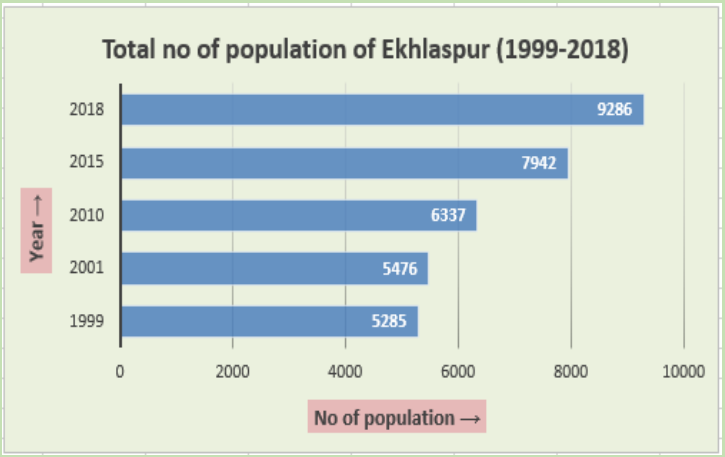
দাতা	টাকা
জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম	৪, ১৬০
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক	২০, ০৪৮
জনাব পলাশ চন্দ্র বণিক	৫, ০০০
জনাব অধ্যাপক ডক্টর এম মোস্তফা জামান	২১, ২০০
মৃত: আমজাদ আলী মাষ্টারের ওয়ারিশগণ	৩, ০০০
মোট	**৪৮, ৪০৮**



জনতাত্ত্বিক সার্ভে - ২০১৮

ইকো জনতাত্ত্বিক সার্ভে

১৯৯৯ সাল থেকে ইকো জনতাত্ত্বিক সার্ভে পরিচালনা করে আসছে। তারপর নিয়মিত বিরতিতে ২০০১, ২০১০, ২০১৫ এবং ২০১৮ সালে ৫ম ও সর্বশেষ সার্ভে অনুষ্ঠিত হয়। ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতে এখলাসপুর ইউনিয়নকে কয়েকটি ব্লকে ভাগ করে এ সার্ভের মাধ্যমে পুরো এলাকার মোট জনসংখ্যা, প্রতিটি খানার সদস্য সংখ্যা, প্রত্যেক সদস্যের নাম ও বয়স, শিক্ষা, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, বিবাহ, আবাস স্থানান্তর (ম্যারেজ ও ভিলেজ মাইগ্রেশন) ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে তা কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয়। পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, দেশের মোট জনসংখ্যার ন্যায় এখলাসপুরের জনসংখ্যাও ক্রমবর্ধমান।



চিত্রঃ (১৯৯৯-২০১৮) সালের এখলাসপুরের মোট জনসংখ্যা

- সম্পাদনা

ডা. মু. আব্বাস ইবনে করিম (মেডিকেল অফিসার, ইকো)